সুদীর্ঘ তেষট্টি বৎসর ধরিয়া
সুনাম ও সততার
সঙ্গে
বিশেষত্ব বজায় রেখেছে
পণ্ডিত-প্রেস
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ
সকল প্রকার ছাপার কাজের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক
জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা
★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সম্ভব কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।
জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫২শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২০শে বৈশাখ বুধবার, ১৩৭৩ ইং 4th May 1966 { ৪৯শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাইভেট লিঃ

সাইকেল ও সাইকেল পার্টস এর
নির্ভরযোগ্য প্রাচীন প্রতিষ্ঠান
সুলভ ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটী।

স্টুডেন্টস ফেভারিট
রঘুনাথগঞ্জ, (বাস ষ্ট্যাণ্ড) মুর্শিদাবাদ
★ পাঠাগার, স্কুল ও কলেজের সব রকমের বই, খেলার সরঞ্জাম, কাগজ পেন ইত্যাদি সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে বৈশাখ বুধবার সন ১৩৭৩ সাল।

ঘুষ তত্ত্ব

—০—

ঘুষ সম্বন্ধে ইদানীং বড় বেশী সমালোচনা হচ্ছে এবং ঘুষ নেবার ক্ষমতাহীন নিন্দুক কিছু ব্যক্তি এটা দুর্নীতি বলে প্রচার করেছেন। যদিও জনসাধারণ একে দুর্নীতি বলে কেন ভাববেন তা' বুঝে উঠতে পারছেন না। 'ঘুষ' চিরকালই ছিল—স্বনামে অথবা বেনামে এবং আশা করা যায় ভবিষ্যতেও থাকবে। কারণ এহেন মহৎ প্রথার বিলোপ সাধন কিরূপে সম্ভব! ঘুষ নেওয়া ভালো কি মন্দ তা নীতিবাগিশরা বিচার করুন। এর প্রতিফল সম্বন্ধে বর্তমানে আমাদের কিছু চিন্তা করা উচিত মনে করি; প্রথমতঃ, ঘুষ এই শব্দটির প্রতি আমাদের ঘুষির ন্যায় ঘোরতর আপত্তি। এই অরুচিকর অসভ্য নামের জন্যই এই কর্ম্মটির প্রতি আমাদের হীনমন্যতা যে জাগছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। 'ঘ' বর্ণ দিয়ে শুরু নামগুলিই বিদকুটে এবং একটু 'সিরিয়স' গোছের। 'ঘ' বর্ণ দিয়ে গম্ভীর পুংনাম যদিও দু'একটা পাওয়া যায়—নারীদের নাম কিন্তু একেবারেই অচল। অতএব 'ঘুষ' এই নামের পরিবর্ত্তে একটি লালিত্যপূর্ণ সুচারু নামের বড় বেশী প্রয়োজন আজ আমরা অনুভব করছি। নতুবা ঘুষ কর্ম্মের মানের দিন দিন যে ভাবে অবনতি ঘটছে, তা' বোধ করি অসম্ভব হ'য়ে পড়বে। 'ঘুষ' শব্দটি উচ্চারণে আমরা যেন ঘৃণায় ঘেমে উঠি! সংস্কৃতধর্মী সাধু বাংলায় ঘুষের প্রতিশব্দ উৎকোচ নামে তবু কিছু মর্য্যাদার সুর আছে।

কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা চলিত ভাষাকে অধিকতর প্রশ্রয় দানের ফলেই 'ঘুষ' শব্দটি আমাদের মধ্যে ঘুষে পড়েছে এবং ফলে ঘুষ কর্ম্মের মানের অপকর্ষতার সৃষ্টি ক'রেছে। 'ঘুষ' যিনি গ্রহণ করেন তাঁকে আবার আমরা ঘুষখোর বলি। শব্দটি ঠিক গাঁজাখোর আফিমখোরের সমধর্ম্মী এবং প্রবল আপত্তিকর। অবশ্য নেশার মৌতাতের ভাব চিন্তা করলে শব্দচয়নটি চমৎকার হয়েছে বলতেই হবে। বর্ত্তমানে আমাদের নীতিজ্ঞান খুব বেশী শিথিল হয়ে পড়েছে। কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া বলা উচিত নয় আমরা সকলেই জানি। তবে কেন আমরা ঘুষখোরকে ঘুষখোর বলে তাঁর মনে কষ্ট দিই। উপরি শব্দটি কিন্তু মোটেই অপাংক্তেয় নয়—তবু কিছুটা সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছে। কারণ চাকরীতে উপরি আছে কিনা জানতে চাইলে না থাকলেও আমরা সবিনয়ে নিবেদন করি,—আছে যৎসামান্য। কিন্তু সবিনয়ে বলার ফলে প্রশ্নকর্ত্তা তা' আর যৎসামান্য মনে করতে পারেন না। সবিনয়ে যৎসামান্য বলায় তিনি তা' অসামান্যই মনে করেন। কিন্তু ঘুষ নিই কিনা জানতে চাইলে তা' নিলেও দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করি।

আইনতঃ ঘুষ গ্রহণ ও প্রদান উভয়ই দণ্ডনীয়। ফলে আইনতঃই বেশ রসাল ভাবের সৃষ্টি হয়েছে। দাতা ও গৃহীতা উভয়েরই প্রকাশে আইনগত বাধা। সেজন্য অনেক সময় কিল খেয়েও কিল চুরিও করতে হয়। তড়িৎ শক্তির নেগেটিভ পজেটিভের ন্যায় উভয় উভয়কে আকর্ষণ করে। সামলানর সম্ভাবনা নেই। অপর কোন তৃতীয় পক্ষকে তা' বিকর্ষণ করে। ফলে ঘুষ প্রকাশ্য সম্পাদনেও তৃতীয় পক্ষের প্রবেশাধিকার নাই।

মুসলমান-শাসন আমলেও আমীর ওমরাহদের 'ভেট' গ্রহণের প্রচলন ছিল। ভেট প্রদানের মধ্যে সামাজিক প্রাধান্য এবং ক্ষমতার অধিকারীর স্বীকৃতি। গোপনীয়তা কিছুই ছিল না। ভেটে সাধারণতঃ শৌখিন উপহার সামগ্রী এবং খাদ্যদ্রব্য প্রদত্ত হয়। পরিমাণগত আয়তনের ফলে ভেটের আদান প্রদানে কিছুটা অসুবিধা আছে। ইদানীং ভেটের চলন নাই। যদিও ভেট বেআইনী নয়।

সাগরদীঘি থানার চর কাবিলপুর গ্রামে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

এক শত পনরটী পরিবার গৃহহীন ও সর্ব্বস্বান্ত

গত ১৯শে বৈশাখ মঙ্গলবার সাগরদীঘি থানার চর কাবিলপুর গ্রামে আগুন লাগার ফলে এক শত পনরটী মধ্যবিত্ত মুসলমান গৃহস্থ পরিবার সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। নিকটে কোন জলাশয় না থাকায় অল্পক্ষণ মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। গৃহস্থগণের আসবাবপত্র, খাদ্যদ্রব্য ও রবিশস্য পুড়িয়া ছারখার হইয়াছে। এই দুঃসময়ে গৃহস্থগণের খাদ্যদ্রব্য ও শস্যাদি নষ্ট হওয়ায় তাঁহারা চরম দুর্দ্দশায় পতিত হইলেন। প্রখর রৌদ্রতাপে সন্তান-সন্ততি ও গৃহপালিত গবাদি পশু লইয়া গৃহস্থগণ মহামুস্কিলে পড়িয়াছেন।

১৯শে বৈশাখ মঙ্গলবার সাগরদীঘি থানার এলাকা নাচনা গ্রামে আগুন লাগিয়া দুইটী গৃহস্থ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। নিকটে জলাশয় থাকায় এবং বহু লোক জুটিয়া আগুন নির্ব্বাপিত করে। উক্ত গ্রামের মহম্মদ জাফর হোসেন মণ্ডল সাহেবের ঘরের জানালায় ঐ আগুন লাগিয়া কিছু ক্ষতি করিয়াছে।

নবাগত মুন্সেফ

জঙ্গিপুর দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালতের মুন্সেফ বাবু অতিরিক্ত মুন্সেফী আদালতের মুন্সেফ নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার স্থানে মহম্মদ খাদেম রসুল সাহেব দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালতের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

পরীক্ষায় সাফল্য

রঘুনাথগঞ্জের প্রবীণ কন্ট্রাক্টর শ্রীশ্যামাচরণ সরকার মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর বহুমুখী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীরজতকুমার সরকার, বি-এস্-সি; বি-টি; 'পদার্থ বিজ্ঞানে' ট্রেনিং প্রাপ্ত এইবার 'প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি' বিষয়ে এম-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয়।

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বাজারে, অমিল ও দুর্মুল্য

রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গিপুর বাজারে ভাল কাপড়-কাচা সাবান—'হুইল-বার', 'সানলাইট' প্রায় ৩।৪ মাস হ'তে পাওয়া যাচ্ছে না। তালগাছ মার্কা দালদা প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান নিয়মিত স্থানীয় বিক্রেতাদের উহা সরবরাহ করছেন না বলে প্রকাশ। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দালদাও কম পরিমাণে আমদানীর জন্য উহার দাম বৃদ্ধি হয়েছে। উপযুক্ত পরিমাণে দালদা না পাওয়ায় ঘি এর দর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেমন খাঁটি ঘি বাজারে পান তাহা সহজেই অনুমেয়। যে জিনিস একবার বাজার থেকে উধাও হচ্ছে তার নাগাল অদূর ভবিষ্যতে সহজে আর পাওয়া যাবে না ব'লে কোন কোন অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী অভিমত প্রকাশ করছেন। সরিষার তেলের দর চড়তে আরম্ভ ক'রেছে; কত দূরে গিয়ে ঠেকবে বলা কঠিন। সব রকমের মসলা, ধনে, লঙ্কা, পোস্তদানার দাম খুব বেড়ে গিয়েছে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ক্রয়ক্ষমতার বাহিরে দাঁড়িয়েছে। মাছ ও তরকারীর দর হু হু করে বাড়ছে। একটা কাঁচাকলার দাম ৬ পয়সা হ'তে ১০ পয়সা। পাকা কলা ওজন দরে ১-৫০ পয়সা কে-জি। কাঁচা আম ৫০ পয়সা, পটোল ৭৫ পয়সা, আলু ৪৪ পয়সা, শাক ৫০ পয়সা কে-জি দরে বিক্রী হচ্ছে। দিনান্তে শাক ভাত খাওয়া জুটবে কিনা বলে মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেকে আতঙ্কিত হ'য়েছেন।

বল মা তারা দাঁড়াই কোথা!

মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদ অফিস

বহরমপুর — মুর্শিদাবাদ

কর্ম্মখালির বিজ্ঞপ্তি

এই জেলার নিম্নোক্ত অঞ্চল পঞ্চায়েৎ সমূহের প্রত্যেকটিতে একজন হিসাবে অঞ্চল সেক্রেটারীর পদে নিয়োগের জন্য ভারতীয় নাগরিকগণের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

বেতন হার—টাকা ৫০—১—৬৮—২—৮০ ও তদুপরি নিয়মানুযায়ী মহার্ঘ্য ও অন্যান্য ভাতা।

যোগ্যতা—অন্যূন স্কুল ফাইন্যাল বা সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। প্রাক্তন ইউনিয়ন বোর্ড কেরাণী প্রার্থীর ক্ষেত্রে ইহা শিথিলযোগ্য।

বয়ঃসীমা— ২৫ হইতে ৩০ বৎসর। প্রাক্তন ইউনিয়ন বোর্ড কেরাণী প্রার্থীর ক্ষেত্রে ইহা শিথিল-যোগ্য।

দরখাস্তসমূহ ইংরাজি ১১ই মে, ১৯৬৬ তারিখে বা তৎপূর্ব্বে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পৌঁছাইতে হইবে। প্রার্থীগণের অনুরূপ পদে পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার প্রমাণ, নৈতিক চরিত্রের প্রশংসাপত্র, বয়সের প্রমাণ প্রভৃতি দাখিল করিতে হইবে। প্রার্থীগণকে ইণ্টারভিউ এর জন্য উপস্থিত হইতে হইলে কোন রাহা খরচ দেওয়া হইবে না। কোন্ অঞ্চলের সেক্রেটারী পদের প্রার্থী তাহা দরখাস্তে এবং খামের উপরে পরিষ্কার ভাবে লিখিতে হইবে। বর্ত্তমানে অস্থায়ী সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত ব্যক্তিগণকেও আবেদন করিতে হইবে।

লালগোলা ব্লকের অধীন—মানিকচক, জশাই-তলা ও কালমেঘা অঞ্চল।

রাণীনগর নং ২ ব্লকের অধীন—রাজাপুর ও কাতলামারি অঞ্চল।

ভগবানগোলা নং ১ ব্লকের অধীন—হাবাসপুর অঞ্চল।

ফরাক্কা ব্লকের অধীন—বেনিয়াগ্রাম, ইমামনগর, নয়নসুখ ও মহাদেবনগর অঞ্চল।

সামসেরগঞ্জ ব্লকের অধীন—কাঞ্চনতলা, তিন-পুকুরিয়া ও প্রতাপগঞ্জ অঞ্চল।

সাগরদীঘি ব্লকের অধীন—বালিয়া অঞ্চল।

সুতী নং ১ ব্লকের অধীন—নুরপুর, হারুয়া ও সাদিকপুর অঞ্চল।

কান্দী ব্লকের অধীন—পুরন্দরপুর অঞ্চল।

খড়গ্রাম ব্লকের অধীন—ঝিল্লী, সাদল, মাড়গ্রাম, খড়গ্রাম, মাহিষার, পারুলিয়া, বালিয়া, কীর্ত্তিপুর ও জয়পুর অঞ্চল।

ভরতপুর নং ১ ব্লকের অধীন—সিজগ্রাম ও গড্ডা অঞ্চল।

ভরতপুর নং ২ ব্লকের অধীন—সিমুলিয়া, মালিহাটি ও সালার অঞ্চল।

নওদা ব্লকের অধীন—কেদারচাঁদপুর, রাইপুর, মধুপুর ও পাটিকাবাড়ী অঞ্চল।

বেলডাঙ্গা নং ২ ব্লকের অধীন—কাশীপুর অঞ্চল।

জলঙ্গী ব্লকের অধীন—সাদিখানের দিয়াড়, কাঁটাবাড়ী ও ফরিদপুর অঞ্চল।

বহরমপুর ব্লকের অধীন—সাটুই চৌরীগাছা ও সাহাজাদপুর অঞ্চল।

ডোমকল ব্লকের অধীন—ধুলাউরী, রাইপুর, গড়াইমারি, জিতপুর ও ডোমকল অঞ্চল।

স্বাঃ আবদুস সাত্তার,
চেয়ারম্যান,
মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ
বহরমপুর (পশ্চিম বঙ্গ)

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে
মুক্তহস্তে দান করুন

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীনবীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়।

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

দাস ঘর

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

সকল প্রকার সাইন-বোর্ড লেখা হয়

আর. পি. ওয়াচ কোং

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।

ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য আর. পি. ওয়াচ কোং র দোকানে পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।
বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ।
বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন
ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।
শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)